নতুন বছর পুরানো খচ্চর

শুজা রশীদ

ডিসেম্বর হচ্ছে আমার সবচেয়ে ব্যাস্ত মাস। সারা বছর কোন খোঁজ না থাকলেও এই মাসের শুরুতেই আমার স্মৃতির দুয়ারে এসে হানা দেয় গত নব বর্ষের শুরুতে করা Must Do এর লিস্টি। পাড়া জ্বালিয়ে পার্টি করি আর নাকে শর্ষের তেল লাগিয়ে ঘুমাই নব বর্ষের ফর্দ করতে কখন ভুল হয় না আমার। এই ফর্দ ছাড়া কি একটা পুরো বছরকে পার করা যায়? এই ব্যাপারে আমার কখই কোন কার্পণ্য নেই। লিগাল সাইজের একটা পুরো সাদা কাগজে আমার সেরা হস্তাক্ষরে লিখতে থাকি

১। গৃহের কাজে লতাকে সাহায্য করব। (তাহাতে ওর গঞ্জনা থেকে রক্ষা পাবার কিঞ্চিত সম্ভাবনা থাকে)

২। কম্পিউটারে গেম খেলবার পরিমাণ কমিয়ে দেব (বিশেষ করে তা যদি ১ এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়)

৩। সর্বক্ষন নিজেকে নিয়ে ভাববো না। অন্যের সুবিধা অসুবিধা নিয়েও মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর আগ্রহ দেখাব (বিশেষ করে লতার ব্যাপারে)

ইত্যাদি ইত্যাদি

কাগজের এপাশ ওপাশ না ভরা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেই না। বিয়ের পর পর আমার লিস্টি দেখে লতার মুখে হাসি ফুটতো। ইদানিং লিস্টি দেখলেই যে সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবার জন্য তার হাত নিশপিশ করে সেটা গোপন করবার কোন চেষ্টাই সে করে না।

সমস্যা একটিই – এই ফর্দ লেখা হয় ডিসেম্বর মাসে এবং দেখাও হয় ডিসেম্বর মাসেই। সারা বছর কেমন ফুড়ুত করে এসে সুড়ুত করে পেরিয়ে যায় টেরও পাই না। বছর ঘুরে গিয়ে নতুন বছর আসার জোগাড় হলেই তখন মস্তিষ্কে নানা ধরনের ঘন্টি বাজতে শুরু হয়। এতোগুলি দিন আর এতোগুলি মাস কেমন অবহেলায় কাটিয়ে দিলাম, এতো গাল ভরা সব সদিচ্ছার কথা লিখেছিলাম তার কোনটাই পুরণ করা হল না – মনে হতেই নিজের অস্তিত্বকে দিকহীন, অর্থহীন মনে হয়। War and Peace না হলেও একখানা ভালো উপন্যাস লিখব ভেবেছিলাম, বার দশেক উদ্যোগ নিয়ে

তিন পাতাতেই আটকে আছে সেটা। মাঝে মাঝে ফাইলখানা নিয়ে বসলে তারা দাঁত বের করে আমাকে নিয়ে টিটকারি মারে।

আচ্ছা যাক, লেখা টেখা চুলায় যাক, আরোও ত ব্যাপার স্যাপার আছে, নাকি? যেমন সমাজ সেবা, দেশ ভ্রমন, পরোপকার – নিজের এবং দশের মুখ উজ্জ্বল করবার বস্তুর তো অভাব নেই। কিছুই করা হল না। অপরাধ কার? কার আর? অবশ্যই লতার। একটু সময় করে কলম নিয়ে বসার জোগাড় করেছি হয়তো শুরু হল দুনিয়ার গঞ্জনা। আইলসা, হাঁড় বজ্জাত, নিষ্ঠুর, চন্ডাল...আরে হাঁড়ি পাতিল মাজলে আর ঘর দুয়ার পরিষ্কার করলেই কি ভালো স্বামী হওয়া যায়? প্রেম আর ভালোবাসার কি কোন মুল্য নাই? একবিংশ শতাব্দীতে না হয় নারী স্বাধীনতা তুঙ্গে তাই বলে কি স্বপ্নময় পুরুষদের কোন মুল্য থাকবে না? সে নিজে কি এমন বীরংগনা সখিনা হয়ে গেছে শুনি? এই যে তার চোখের সামনে ৩৬৫ টা দিন হ-য-ব-র-ল করতে করতে কাটিয়ে দিলাম, আমার হতভাগা লিস্টি যে হাঁ পিত্যেস করে মরল কই একবারো তো সেটা একটু স্মরণ করিয়ে দেয়া হল না? অথচ বুধবার রাতে ময়লা দিতে ভুল হলে তো সারা সপ্তাহ গঞ্জনার চোটে কান রাখা মুস্কিল হয়ে পড়ে। তালি কখন এক হাতে বাজে?

নিজের কথা থাক। জনগনের কথা বলি। অন্যের আনন্দেই না আমার আনন্দ, অন্যের সাফল্যে আমার সাফল্য। অন্যের ব্যার্থতা অন্যেরই থাক। সব কিছুতে ভাগ বসানো কি ঠিক? বছর শেষে আরোও অনেকের মত আমিও অস্কারের কায়দায় ফর্দ করতে বসি সারা বছরের সেরা থেকে শুরু করে নিকৃষ্টতমের। পাঠক মনে রাখবেন এই লিস্টি একান্তই আমার।

-(প্রশংসনীয়) নোবেল শান্তি পুরষ্কার সব সময়েই অল্প বিস্তর বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই বছর শান্তি পুরষ্কার দেয়া হয়েছে International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এবং কর্মীরা একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছেন সকলের সামনে পারমাণবিক যুদ্ধের মানবিয় ক্ষয় ক্ষতির ভয়াবহ দিক তুলে ধরতে এবং এই জাতীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি যৌথ চুক্তিতে সকল দেশকে সংগবদ্ধ করতে।

- (বিড়ম্বনা) আমেরিকার গত প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে সকলকে অল্প বিস্তর অবাক করে দিয়ে বিজয়ী হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার বিজয়ের সাথে সাথে জোরে সোরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে ডানপন্থী এবং উগ্রপন্থী শ্বেতাঙ্গ সুপ্রিমেসি এবং ফ্যাসিস্ট গ্রুপগুলো - শুধু আমেরিকাতে নয়, কানাডা সহ বিশ্বের আরোও অনেক স্থানে, বিশেষত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। প্রেসিডেন্টের মদদপুষ্ট এই দলগুলি কত দূর যাবে ভবিষ্যৎই বলে দেবে।

- (প্রশ্নসাপেক্ষ) – উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিম লিডার কিম জং-আন ইতিমধ্যেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে – পারমাণবিক বোম বানিয়ে উত্তর কোরিয়াকে পৃথিবীতে একটি শক্তিমান উপস্থিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সে বদ্ধপরিকর। ট্রাম্প প্রশাসন এখন পর্যন্ত

ব্যাপারটি মনে হচ্ছে যেন যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে না। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ব্যাক্তিগতভাবে কিম জং-আনের সাথে ছেলেমানুষি টুইটার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা তার ইঙ্গিতই বহন করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে – উত্তর কোরিয়াকে কি কোনভাবেই থামানো সম্ভব নয়? যাদের ইতিমধ্যেই পারমাণবিক ক্ষমতা আছে তাদেরকে নিরস্ত্র করাটা মনে হয় না সম্ভব কিন্তু নতুন করে অন্যান্য দেশগুলিকে কি নিরস্ত্র করাটা যুক্তিসম্মত? উত্তর কোরিয়াকে যদি নিরস্ত্র করা না যায় তাহলে ইরানকে নিরস্ত্র করবার প্রয়াস কেন?

-(হাস্যকর)ট্রাম্পের শ্লোগান 'Make America Great Again'. আমার ব্যাক্তিগত অভিমত হচ্ছে ওবামা তার ভদ্র, বিনীত, সাধারণ মানুষ তুল্য উপস্থিতি দিয়ে আমেরিকার অবয়বকে পৃথিবীর মানুষের কাছে যতখানি পছন্দনীয় করে তুলেছিল, ট্রাম্প তার আচার আচরণে দেশটিকে ঠিক ততখানিই ঘৃন্য এবং অপছন্দনীয় করে তুলছে। হতে পারে Great শব্দটির অর্থ তার কাছে ভিন্ন।

- (অচিন্তনীয়) ২০১৭ তে পৃথিবীতে অনেক বর্বরতার দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা যে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে, মুঠির মধ্যে জীবন নিয়ে বাংলাদেশে স্বরনার্থি হিসাবে এসে জীবন যাপন করছে তার সাথে বোধহয় আর কোন কিছুর তুলনা হয় না।

- (হঠকারিতা) জেরুজালেমকে এক পক্ষীয়ভাবে ইস্রায়েলের রাজধানী হিসাবে ঘোষণা দেয়া ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য একটি হঠকারিতা বই আর কিছুই নয়। পশ্চিম জেরুজালেম ইস্রায়েলের রাজধানী হিসাবে গন্য হলেও সম্পূর্ণ জেরুজালেম হতে পারে না, কারণ পুর্ব জেরুজালেম ইস্রায়েল ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করে নেয়। প্যালেস্টাইন পুর্ব জেরুজালেমকে তার রাজধানী হিসাবে দাবী করে। এই ঘোষনার মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসণ ইস্রায়েল এবং প্যালেস্টাইনের মধ্যে ভবিষ্যৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ আরোও কমিয়ে দিল।

- (নির্মমতা) মধ্যপ্রাচ্যে একটি ইসলামিক দেশ সৃষ্টি করবার অজুহাতে ISIS কিংবা দায়েশ নামে এক দল উগ্রপন্থীরা যেভাবে নির্বিকারে হত্যাকান্ড, ধর্ষণ এবং অবদমনের নীতি প্রচলন করেছিল তাতে ধর্ম, জাতি নিরপেক্ষে যে কোন সুস্থ মানুষের মনে আতঙ্ক এবং ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে। ইরাকীয় সামরিক বাহিনী ISIS কে পরাজিত করে সেই নির্মমতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে বলে আশা করছে।

এবার নিজের কথায় ফিরে আসি আবার। আমার নতুন বছরের ফর্দতে কি কি থাকছে? বলাই বাহুল্য গত বছররের ফর্দটাই নতুন কাগজে তকতকে ঝকঝকে করে লিখে দেয়ালে টানিয়ে দিয়েছি। এবার বাছাধন ভুলে যাও দেখি। ঘরে ঢুকলেই সেখানে আগে চোখ পড়বে। বছর বছর ফর্দ লিখে একটা উপকার হয়েছে – বাংলা হাতের লেখায় কিছু ছিরি এসেছে। আজকাল কম্পিউটার কী বোর্ডের কল্যাণে হাতের লেখা তো এক রকম উধাও হয়ে গেছে। অকাল পরিপক্ক ছেলেমেয়ে দুটো আমার

হস্তাক্ষরের করুণ দশা দেখে মুখে হাত চেপে খুক খুক করে যে খুব হাসত অন্তত সেটা আর দেখতে হচ্ছে না।

তাহলে ২০১৭ তে আমার মোদ্দা সাফল্য কি?

উত্তরটা দেবার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা বলি - সত্যি ঘটনা। এক ঘনিষ্ট বন্ধু এবং বন্ধু পত্নি রাতে ছেলেমেয়েদেরকে বিছানায় পাঠিয়ে হিন্দি ছবি দেখতে বসেছেন। খুবই প্রেমময় ছায়াছবি – ইশক। সোফায় ঠায় বসে পুরো মুভি দেখে বিছানায় যাবার আগে বন্ধুবর নিরীহ কন্ঠে স্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন, “ভালো ছবি। কিন্তু ইশক মানে কি?”

বন্ধু পত্নি হাসবেন না কাদবেন ঠাহর করতে পারলেন না। পাক্কা তিন ঘন্টার মুভি দেখে এখন জানতে চায় ইশক মানে কি। সারা রাত রামায়ন পড়ে সীতা কার বাপ? তিনি অগ্নি দৃষ্টি হেনে বললেন, “পা – দ!”

তার সাথে কন্ঠ মিলিয়ে আমাকেও বলতে হয় প্রতি বছরের মত গেল বছরেও আমার সাফল্য ছিলো...। নতুন বছর পুরানো খচ্চর।

আশা করি আপনাদের বছর শেষ হয়েছে ভিন্ন মাত্রায়। সকল পাঠকের জন্য আনন্দময়, সফল এবং সুন্দর একটি নতুন বছরের কামনা করছি। ভালো থাকুন, ভালো রাখুন ।